লিটল ম্যাগাজিন বাঙালির এক মৌলিক অহংকার

আলিফ নবী ওমর

আমাদের বৃহৎ সংবাদপত্র তথা দৈনিক পত্রিকা পড়তেই হয়। না পড়লে চলে না। আবার অনেকেই পড়েন না। এই বাংলাতে ৮ কোটি মানুষ। দৈনিক পত্রিকা ছাপা হয় ২০ লক্ষ। মানে দেড় -দু-কোটি দৈনিক পত্রিকা পড়েন। বাদবাকি মানুষ পড়েন না। তাদের না পড়লেও চলে । মানে চলে যাচ্ছে ।তবে দেশের খবর রাখেন, দেশের খবর শোনেন।

শুধু দৈনিক পত্রিকা কেন বৃহৎ সাপ্তাহিক পাক্ষিক পত্রিকাও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাঠক পড়েন। এই সব বৃহৎ পত্রিকার আশপাশে লিট্‌ল ম্যাগাজিনও নিজের স্থান করে নিয়েছে। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে এতসব লিট্‌ল ম্যাগাজিন আমরা কেন পড়ি বলে। এ প্রশ্নের উত্তর জটিল। কারও কাছে অতি সরল। ভালো লাগে বলে--সরল উত্তর। আসলে প্রান মনটানে বলেই লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। পড়া হয়। চর্চা হয়। লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। মেলা হয়।

বাংলা সাহিত্য প্রাচীন । সমৃদ্ধ হয়েছে যুগ যুগ ধরে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী আমাদের নতুন দিশার সন্ধান দেয়। শরৎচন্দ্র আমাদের ধমনীর অণুপরমাণুতে সদাবিদ্যমান। শোষণ, বঞ্চনা এবং সমাজ জীবনে নারীর উপেক্ষাময়তা শরৎচন্দ্রের অক্ষরে অক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কাজী নজল ইসলাম আমাদের বিদ্রোহী করে তোলে। শিকল ভাঙার ডাক দেয়। অন্যায়ের বিদ্ধে জেহাদ করার ভাষা যোগান দেয়। আবার শান্ত প্রেমের নিখুঁত বর্ণনায় প্রকৃতির অপরূপতায় তঁার কলম আমাদের চিরমুগ্ধ করে। জীবনানন্দ, সুকান্তর শব্দে আমরা বিমোহিত। রহস্য উপন্যাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও সমানে আমাদের আকর্ষণ করে চলেছেন। এবং আরও অনেক লেখক আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং করে চলেছেন।

আমরা একা একা ঘরে বসে কল্পনা করি । ভাবি অনেক। স্বপ্ন দেখি কিছু। মাঝে মাঝে ভাবি পুকুর পাড়ে ঝিনুক, গেড়ি, গুগলি আর পাওয়া যায় না কেন। পরে হাতের রেখায় বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আড়ষ্টতা ভেঙে জি রোজগারে দাণ ব্যস্ত হয়ে সবকিছু ভুলে যাই। ছোটবেলা সবাই ভাবে যৌবনকাল খুব মজাদার হবে। কিন্তু যৌবনকাল এখন জটিল জলের মত রঙিন । আবার যুদ্ধক্ষেত্রের সত্য-অসত্য বিবরণ তাৎক্ষনিক ভাবে আমাদের পড়তেই হয়। পড়তে হয় খরা বন্যা শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর রেকর্ড । এসবের মাঝে লিট্‌লম্যাগ আমাদের পড়তে হয় । না পড়লে অন্যের থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়।

কিন্তু লিট্‌লম্যাগ কজন পড়েন ? হ্যাঁ পড়েন । যদি না পড়েন তাহলে অঞ্চলে অঞ্চলে জেলায় জেলায় লিট্‌লম্যাগ নিয়ে মেলা হয় কেন, কেন সাহিত্য আসর বসে । কেন লিট্‌লম্যাগ নিয়ে রাজ্যস্তরের মেলায় শত শত লিট্‌লম্যাগের স্টল হয়। হাজার হাজার মানুষের আগমন হয়। হাজার লিট্‌লম্যাগ বিক্রি হয়। তবুও এসব লিট্‌লম্যাগ দেখে সরাসরি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে কেউ কেউ নাসিকার ভৌগোলিক রেখাচিত্র পরিবর্তন করেন । আসলে হিসাব করে সাহিত্যের বিচার হয় না। প্রচার সংখ্যার হিসাবের নিরিখে সাহিত্য পত্রিকার বিচার হয় না। দেশের বা অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে এসব ভাবতে হয়।

কোন কোন দেশে নামকরা লেখকের বই প্রথম সংস্করণে লক্ষ কপি ছাপা হয়। আর আমাদের দেশে ৫ হাজার কপিহলে

গর্বিত । হাজার কপি লিটল ম্যাগে উল্লসিত । তবে লিটল ম্যাগের সংখ্যা অনেক। নথিভূত্ত মিলিয়ে যথেষ্ট । এদেশে অ াগের তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। কিন্তু লিট্ল ম্যাগাজিনের মৃত্যু হার আটকানো যায় নি। আসলে লিট্ল ম্য াগাজিন যেন একটি প্রতিবাদ। যে কোন ভাবে প্রতিবাদের চরিত্র তাতে বিরাজমান।

বৃহৎ পত্র - পত্রিকার সীমাবদ্ধতা আছে। প্রচার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ কপি হলেও জায়গার সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে অনেকের লেখা ছাপা হবে না। হয় না। আবার বাণিজ্যিক দিক আছে। ফলে মনের কথা, নিজের অনুভূতির কথা, নিজের ব্যথার কথ া, নিজের কাঙ্খার কথা, নিজের আশঙ্কার কথা, নিজের সুখ আনন্দ তৃপ্তির কথা বলতে গেলে বাদবাকিদের লিট্লম্যাগের আশ্রয় নিতেই হয়। যারা স্বতস্ফুর্ত ভাবে সাহিত্যের জন্য পাগল তাদের এসবের জন্য সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়। লিট্ল ম্যাগের আশ্রয় নিতেই হয়। লিট্ল ম্যাগের জন্ম দিতেই হয়। এজন্মে জনক একাধিক তণ তণী। তারপর বিচ্ছেদ। এইভাবে একটার পর একটা লিট্ল ম্যাগের মৃত্যু এবং একাধিক লিট্লম্যাগের জন্ম। তবে মৃত্যু হারের তুলনায় লিট্ল ম্যাগের জন্মহার বেশি। এবং বেশি বলেই আগের তুলনায় সংখ্যা বাড়ছে।

সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি বাঙালির গভীর অনুরাগ চিরন্তন । জন্মগত এবং স্বভাবগত। বর্তমান লিট্ল ম্যাগাজিনগুলিতেপ্রকা শিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনীতে কোন সাহিত্যমূল্য আছে কিনা তা নিয়ে মাঝে মধ্যে বাজার গরম হয়। ব্যাপারটি সরল। লিটল ম্যাগ হচ্ছে লেখক তৈরীর সূতিকাগার।। কোন কোন সময় বিচ্যুতি থাকতেপারে। এখান থেকে উঠে আসেন লেখক। লিট্ল ম্যাগ মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎকে শানিত করে। আমাদের সংস্কার, সংকীর্ণতা কূপমন্ডুকত াকে দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে

লিটল ম্যাগ থেকেই বহু নতুন লেখকের সঙ্গে পরিচয় হয়। লিটল ম্যাগ থেকেই জন্ম নেয় শব্দ প্রয়োগের নতুন শৈলী । নতুন নতুন কবিরা তাদের শব্দ মালায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাদের মনের অভিব্যক্তি । সমাজ, নেতা, রাষ্ট্র, দেশ নিয়ে তাদের চিন্তা। লিটল ম্যাগের কড়কড়ে মলাটের ভেতরে পাওয়া যায় সমাজের আসল দর্পন। লিট্ল ম্যাগে স্বচ্ছন্দে যা বলা যায় লেখা যায় তা বৃহৎ পত্রিকায় স্থান পায় না। তাই মানুষ লিটল ম্যাগ পড়েন । আর এই পড়ানিয়ে, এই নিয়ে চিন্তা নিয়ে, এই নিয়ে চর্চা নিয়ে আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে লিট্ল ম্যাগ।

আমাদের পাঠ অভ্যাস কমছে বলে অভিযোগ ওঠে। লাইব্রেরি থেকে পরিসংখ্যান নিয়ে এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। লিটল ম্যাগাজিন মেলায় গেলে, বই মেলায় গেলে আশর্চ্য হয়ে যেতে হয় বিক্রি দেখে আগ্রহ দেখে। আসলে চয়নের পরিবর্তন হয়েছে। জটিল জীবনযাত্রা এবং প্রতিযোগিতামুলক বাতাবরণ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে। পাঠ-অভ্যাস কমারপেছনে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে দোযারোপ করা হয়। ইলেকট্রনিক্স মিড়িয়া ঝিকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। আরো অনেক কিছু জানিয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের ঘর কুনো করে দিয়েছে । মগজ ভোঁতা করে দিচ্ছে. আত্মকেন্দ্রিককরে দিচ্ছে।

অপরদিকে বই তথা লিটলম্যাগ চিন্তা উপহার দেয়। মানুষকে ভাবায়। চেতনা বাড়ায়। লিটল ম্যাগ সাহিত্য সংস্কৃতির অ াতুঁড়ঘর, কবি লেখক সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মীর জন্ম দেয়। অবশ্য লিটলম্যাগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে সীমিত। কিন্তু ভাবনার দিক দিয়ে মহৎ এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরীতে পথিকৃত। অপর দিকে একজন ব্রাত্যলেখকের কিম্বা প্রা ন্তিক কবির সাহিত্য কর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় লিটল ম্যাগ। সাহিত্যের অন্যতম মিলনভূমিহচ্ছে লিটল ম্যাগ। যেখ ানে পাওয়া যায় চেতনা ঋদ্ধ সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। যেখানে থাকে লেখক লেখিকার সাবলীল বাচনভঙ্গির মুন্সিয়ানা।

একটি লিটল ম্যাগাজিন শুধু সাহিত্য কর্মে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে না। এতে ফুটে ওঠে অপসংস্কৃতির স্বরূপ এবং সুস্থসংস্কৃতি চর্চার দিক নির্দেশিকা। সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে হাত ধ'রে সুপথে চালিত করে এবং অপসংস্কৃতির রাহুগ্রাস

থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়। অঞ্চলে অঞ্চলে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রও প্রশস্ত করে। সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টিতে সংস্কৃতির প্রসার খুব জরী। সে কাজটিও করে লিটল ম্যাগ। যে উন্মাদনা শিল্প সংস্কৃতি এবং নিজস্ব ধারার ঐতিহ্যকে ধবংসের মুখে দঁাড় করাতে চায়, সেই উন্মাদনার গায়ে বরফ জল ঢেলে দেয় লিটলম্যাগ। লিটলম্যাগ শুধু সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকে না পুরনো মূল্যবোধকে জাগিয়ে রাখে।

লিটল ম্যাগ সময়ের সঙ্গে চলে। প্রাসঙ্গিকবোধ এবং দর্শনের কথা মাথায় রেখে নান্দনিকতার পুরো শর্ত মানে। লিটল ম্যাগের প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের এটিও একটি বৈশিষ্ট্য । দিন যত যাচ্ছে মানুষের কাঙ্খা বাড়ছে. অপ্রাপ্তির কারণে অহেতুক হতাশা বাড়ছে। এখনকার প্রাত্যহিকতায় প্রতি পদে পদে থাকে প্রতিকুলতা। যে কোন প্রতিকুলতাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে সাহস অর্জন। লিটল ম্যাগ চিন্তায় মননে জ্ঞান আহরণে সাহস যোগায়। লিটল ম্যাগের মাধ্যমে আত্মপরিচিুপতিই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বোধ বুদ্ধির গভীরতা এবং বিস্ময় আর দূরন্ত কল্পনার পাঁচমিশেল মঞ্চ হচ্ছে লিটল ম্যাগ। লিটল ম্যাগ এক অখন্ড সাহিত্যমঞ্চ । যে কোন চিন্তা, বাধা ও নবীন প্রেরণার ভ্রূণ হচ্ছে মনন। আর মননের সমৃদ্ধির জন্য দরকার পাঠ। মানব হৃদয়ের সঠিক নির্যাস হল একটা ভালো পাঠ্য উপকরণ। বস্তুত পড়ার মত সুলভ বিনোদন আর নেই। পড়ার মত দীর্ঘমেয়াদী আনন্দ আর নেই। এত লিটল ম্যাগ সেই আনন্দ দেয়। সেই আনন্দ গ্রহনের জন্য লিটল ম্যাগের সংখ্যা বৃদ্ধি। এত লিটল ম্যাগ আর অন্য কোন দেশে নেই। এটাই আমাদের অহংকার লিটল ম্যাগাজিন বাঙালির এক মৌলিক অহংকার।

কথক (সাহিত্য - সংস্কৃতির সাময়িক - ৪, মাঘ ১৪০৯, জানুয়ারী ২০০৩)